দৈনিক খবর

তারিখ 26 FEB 1993
পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জবাব দেবে কি?

বিগত এরশাদ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্পূর্ণ সিলেবাস পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে ১৯৯২ সালের শেষ দিকে কারো সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করেই টাস্কফোর্স প্রবর্তিত ৫০০ প্রশ্ন চালু করে। ফলে সীমিত প্রশ্ন পড়ে পাস করাও সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ গেল বছরের পরীক্ষার ফলাফল দেখলেই বোঝাযাবে।

অথচ সব জেনেশুনেও কতিপয় ছাত্রের আন্দোলন ও গাড়ী ভাঙচুরে ভীত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৩ সালের শিক্ষার্থীদের জন্য উক্ত নিয়মই বহাল রাখেন। কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে সীমিত প্রশ্ন পড়তে, লেখার মত একটা সৃজনশীল কর্ম থেকে দূরে রাখার এই আদেশ দেবার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমরা বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাসীন করেছি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য, টাস্কফোর্সের ৫০০ প্রশ্ন চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত করতে নয়? ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে আপনারা আর কতদিন ছিনিমিনি খেলবেন? তাহলে কি আমরা বর্তমান সরকারকে ভোট দিয়ে ভুল করেছি?

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লুকোচুরি খেলা অজস্র জাতিকে হতাশ করেছে। তাই একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে আমার আবেদন, ১৯৯৪ সালের শিক্ষার্থীদের জন্য টাস্কফোর্সের ঐ ৫০০ প্রশ্ন বাতিল ঘোষণা করা হোক ও সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করার এবং রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় পত্রে পাশের বিধান জারি করা হোক। নইলে বর্তমান প্রজন্মকে ধ্বংস করার দায়ে একদিন আমাদের সবাইকেই জবাবদিহী করতে হবে, যেদিন হয়তো আর বেশী দূরে নয়।

মোঃ মিজান রহমান
সাভার, ঢাকা।